আলমডাঙ্গার খাসকররায় ২য় ধাপে টিসিবির পণ্য বিক্রয়

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নে নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে ১ হাজার ৭৮ জনকে টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপী সরকারি ভর্তুকি মূল্যে এ পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জানাগেছে, রমজান উপলক্ষে সরকারি ভাবে বিভিন্ন টিসিবির পণ্য সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে ২য় ধাপে নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে বিক্রয় করা হয়। মালামাল বিতরণ কার্যক্রমে দায়িত্বপালন করেন মেসার্স কাজলী ট্রেডার্স।

পণ্য সামগ্রী বিক্রয়কালীন সময়ে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: তাছফির আহমেদ মল্লিক (লাল),

টিসিবি পন্য বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা মো: জামাল হোসেন ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা সামসুদ্দীন, তিয়রবিলা ক্যাম্পের আইসি সালাউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব আশাদুল, সহ ইউ,পি সদস্যবৃন্দগণসহ আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা ডি.এস ফাজিল মাদরাসায় এতিম শিক্ষার্থীর মাঝে আর্থিক অনুদান বিতরন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ডি.এস ফাজিল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আর্থিক অনুদান বিতরন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদরাসা ভবনে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজ অর্থায়নে ৩০ জন

এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে নগদ অনুদান দেওয়া হয়।

পর্যায়ক্রমে অত্র মাদরাসার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে এ অনুদান দেওয়া হবে। তবে এই অনুদান দেওয়াতে এতিম শিক্ষার্থীদের উচ্ছাস দেখে গতকালই মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নিজ অর্থায়নে একটি ফান্ড তৈরি করেছেন। যে ফান্ড থেকে মাদরাসার সকল এতিম শিক্ষার্থীদের সার্বিক ভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফ জানান, অত্র মাদরাসার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের বেতন, ফি ছাড় এবং তাদের খাতা, কলম, ড্রেস সহ সার্বিক সহায়তা মাদরাসার পক্ষ থেকে করা হয়। তবে চলমান রমজান ও আসন্ন ঈদ কে সামনে রেখে এই আর্থিক অনুদান প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আজ তাদের এই উচ্ছাস দেখে আমি সত্যিই অনেক আনন্দিত। আমি আরও আনন্দিত যে, আজ আমাদের মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নিজ অর্থায়নে একটি ফান্ড তৈরি করেছেন। যে ফান্ড থেকে মাদরাসার সকল এতিম শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহায়তা করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফ, উপাধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লা, বাংলা প্রভাষক আবুল হোসেন, প্রভাষক হামিদুল ইসলাম, প্রভাষক জগলুল হায়দার আফ্রিক, প্রভাষক আঃ রশিদ, প্রভাষক মুনজুর আহমাদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সাদিকুর রহমান, প্রভাষক ইব্রাহিম খলিল, প্রভাষক ফরিদা পারভিন, শিক্ষক- আবু জাফর, সুলতান হোসেন, আব্দুল হায়, আক্তার হোসেন, আল-আমীন, আনোয়ার হোসেন, বজলুর রহমান, মামুন হোসেন, নাসির উদ্দিন, শিক্ষিকা- লিনা পারভিন, নাসিমা আক্তার, ফারহানা তরফদার সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র

উদ্দ্যেগে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন

“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র উদ্দ্যেগে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন করা হয়েছে। শুক্রবার দর্শনা রুদ্রুনগর দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন করা হয়েছে।

ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ নূরুন্নবী সুমনের পিতা মোরহুম আব্দুল সমালেক সনু মিয়ার রুহের আত্মার মাগফেরাত কামনায়, ভালোবাসার বন্ধন দর্শনার সহযোগিতায় রুদ্রনগর এতিমখানায় এতিমদের মাঝে ইফতার প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার মাহতামিম মাও. মোস্তফা কামাল, “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র সম্মানিত উপদেষ্টা মমিনুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ শাওন, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ নূরনবী সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেখ সাজু, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শোভন দাস সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক চঞ্চল মেহমুদ ও আহসান হাবীব মামুন ও মাদ্রাসার শিক্ষক সহ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১ টায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ হলরুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি এবং কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শিক্ষক সামিম রেজাকে

সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহবায়ক শাহজাহান আলী।

এছাড়াও সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুল ইসলাম সেলিম, এ্যাডভোকেট তসলিম উদ্দিন ফিরোজ, ফয়েজ বিন মসলেম, সাদিকুল ইসলাম, সমকালের জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, কমিশনার জহুরুল ইসলাম স্বপন।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি ও শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

দর্শনায় ৩য় শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদরাসা পরিচালক আটক

দর্শনায় মাসুমা জান্নাত মহিলা মাদরাসা এতিম খানা ও বিল্লাহ বেডিং এর তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি গোলাম কিবরিয়া (৫৫) কে আটক করেছে পুলিশ।

ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা ও বিজ্ঞ আদালতের বিচারকের নিকট জবানবন্দি পেশ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে। এদিকে অভিযুক্ত মাদরাসার পরিচালক গ্রেফতারকৃত গোলাম কিবরিয়ার দৃষ্টন্তমূলোক শাস্তি ও মাদরাসার সকল কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসি।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার হল্টস্টেশন তেতুল তলায় ২০১৬ সালে

প্রতিষ্ঠিত হয় মাসুমা জান্নাত মহিলা মাদরাসা এতিম খানা ও বিল্লাহ বেডিং। এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন বিতর্কীত এবং আলোচিত মুফতি গোলাম কিবরিয়া, স্ত্রী, জামাতা ও মেয়ে।

অভিযোগে জানা যায়, ওই মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীর একছাত্রীকে সপ্তাহ খানিক আগে ধর্ষণ করেন পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। ঘটনা জানাজানি হলে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে এলাকাবাসি পরিচালককে আটক করে। পরে দর্শনা থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন।

দর্শনা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এএইচএম লুৎফুল কবীর বলেন, সকালে ভুক্তভূগী ওই ছাত্রীর বাবা মৌখিকভাবে অভিযোগ করে। এরপরই আমরা অভিযান চালিয়ে মাদরাসার পরিচালক মুফতি গোলাম কিবরিয়াকে আটক করেছি। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই আহম্মেদ বিশ্বাস বলেন, মেয়ের পিতা বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। যার মামলা নং-৬। তারিখ ০৭/০৪/২২। নিপীড়িত শিক্ষার্থীর ডাক্তারী পরীক্ষা এবং বিজ্ঞ আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রিটের বিচারক ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর জবান বন্দি রেকর্ড করানো হয়েছে। সেই সাথে ৫ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করা হয়েছে। এদিকে মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং শিক্ষিকা মাদ্রাসা ত্যাগ করেছে। সন্ধ্যায় বিক্ষিপ্ত জনতা মাদ্রাসার সাইনবোর্ড ভাংচুর করেছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর জানান, আমাদের সকল কার্যক্রম স¤পন্ন করে আসামীকে আদালতে সোপর্দ করেছি। উল্লেখ, মুফতি গোলাম কিবরিয়া কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার কুচিয়ামোড় গ্রামের মৃত নজির হোসেনের ছেলে।

দর্শনা জামে মসজিদের ঈমাম থাকা অবস্থায় তিনি নানা বিতর্কের জন্ম দেন। যার কারণে ২০১৬ সালে চাকারী চ্যুত হয়ে মাদরাসা খুলে লেবাসের আড়ালে ধর্ম ব্যবসা শুরু করেন।

এ মাদরাসায় ২০২০ সালের ৪ নভেম্বর কুন্দিপুর গ্রামের দুলালের মেয়ে আফসানা খাতুন দোলা (০৯) মৃত্যু বরণ করে। যার প্রকৃত ঘটনা আজও রহস্যবৃত্ত। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত গোলাম কিবরিয়ার দৃষ্টন্তমূলক শাস্তির দাবি ও মাদরাসার সকল কার্যক্রম বন্ধর দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসি।

দামুড়হুদায় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সন্মেলনে লিখি বক্তব্য পাঠ করেন দামুড়হুদা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার এম নাফিয বিন যামান।

লিখিত বক্তব্য তিনি বলেন, আমি যোগদানের পর থেকে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম বিভিন্ন সময়ে অবৈধ কাগজ পত্র দিয়ে দলিল করিয়ে দেবার জন্য চাপ দেন।

সম্প্রতি সময়ে সমিতির দলিল লেখক রাজিবুল ইসলাম বকুল জাল কাগজ দিয়ে দলিল সম্পন্ন করতে গেলে তা আমার নজরে পড়েন। এ অপরাধে রাজিবুল ইসলাম বকুল কারাভোগ করেছেন।

এ ঘটনায় তার অপরাধের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্যও সেসময়ে সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম অনেক চাপ ও দুর্বব্যবহার করেন।

উল্লেখিত ঘটনার তাদের অন্যায় মতামতের সাথে একমত না হওয়ায় তারা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ও আমাকে অপদস্ত করতে এ চক্রান্ত করেন। দলিল লেখক সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম পূর্বেও জাল কাগজ প্রত্র দিয়ে দলিল দাখিলের জন্য পূর্ববর্তী সাব-রেজিস্ট্রার অফিসারের দ্বারা সাসপেন্ডও হন।

সমিতির নামে দীর্ঘদিন যাবত এ সংক্রান্ত অপকর্মের সাথে যুক্ত। এরই জেরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেন। এসময় সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপির জন্য অর্থ আদায় করা হয় যা মিথ্যা,কারো মূল আইডি সাথে না আনলে নির্বাচন অফিস থেকে যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়,কোন অর্থ বিনিময় এখানে হয়না।

এছাড়াও দলিল প্রতি ফিসের কথা বলা হয়েছে যা অমূলক, মুলতঃ বিভিন্ন দলিলে সরকারি ফিস পে-অর্ডার এবং কিছু ফিস নগদে আদায় হয় যাকে ভূল তথ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া সাব-রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা নিয়ে মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন। অফিসের নথিপত্র থেকে জানা যাবে বিগত কয়েক মাস যাবত দলিল হয়েছে তা সিংহভাগই দুপুর ২ টার আগে করা হয়েছে।

দলিল লেখক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়টি মিথ্যা ও বানোয়াট। মুলতঃদলিল লেখক সমিতির নামে প্রতি লাখে অতিরিক্ত অর্থ আদায় হয়, এছাড়াও অফিসের নামেও তারা জনগণের কাছে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকেন।

বাস্তবে কোবালা দলিলে লাখে খরচ ৬৫০০ এবং পৌরসভায় ৭৫০০ টাকা এবং দলিল লেখকের সন্মানী বা লেখনির খরচ দলিলের পাতা প্রতি ৪০ টাকা, সে অনুযায়ী প্রতি দলিলে ৪০০ থেকে ১০০০ টাকার বেশি ফি হওয়ার সুযোগ নেই।

মুলত এ সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতিকে জানালেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই ষড়যন্ত্রমুলক সংবাদ প্রকাশ করেন।

আমি প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করছি। সত্য ঘটনা এবং সত্য প্রকাশে আপনাদের সহযোগিতা কাম্য করছি।

দামুড়হুদার চলছে পুকুর খননের নামে মাটি খননের হিড়িক

দামুড়হুদা উপজেলার চিহ্নিত ভূমিদস্যু আখিরুল, সেন্টু, শাহিন ও ইলিয়াস এর নেতৃত্বে উপজেলার ভগিরাতপুর প্রাথমিক স্কুল পাড়ার দলকা বিলের পাশ ঘেঁষে ফসলি জমি বিনাশ করে পুকুর খননের নামে চলছে মাটি খননের হিড়িক।

উল্লেখিত স্থান সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে কৃষি জমি বিনাশ করে কৃষি জমি ধ্বংস হওয়ার পরও মিলছে না সুরাহ?

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মাটি কাটার দানব যন্ত্র এক্সক্যাভেটর বা ভেকু মিশিন ভিড়ানো ফসলি জমির মাঝে। প্রায় ১০ বিঘা জমির কিছু অংশ মাটি কাটার পর তুলে রাখা হয়েছে, এরই মধ্যে কিছু অংশ আবার গেছে ইট তৈরির জন্য ইট ভাটার পেটে।

ভেকু মেশিনটির মালিক ও ড্রাইভারের নিকট থেকে জমিটি থেকে কে বা কারা অবৈধভাবে মাটি খনন করে পুকুর নির্মাণ করছেন এমন প্রশ্নের উত্তরে উভয়ই বলেন আমরা সিংহাটি গ্রাম থেকে আসছি।

এ গ্রামের সেন্টু এ গাড়িটি ভাড়া করেছেন মাটি খনন করে পুকুর তৈরির জন্য। পুকুর খনন কাজে শুধু কি সেন্টু একাই চালাচ্ছেন না আরো কেউ আছে এমন প্রশ্নে তারা সহ স্থানীর কৃষকদের অনেকেই বলেন সেন্টুর আরো তিনটি পার্টনার আছে তাদের একজনের বাড়ি দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়ন চিৎলা গ্রামের আখিরুল ও এ গ্রামের ইলিয়াস ও শাহিন।

জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না’- এমন সরকারি নির্দেশ থাকলেও দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ফসলি কৃষি জমিগুলো পরিনত করা হচ্ছে গভীর পুকুরে।

অপরিকল্পিত ভাবে উপজেলার প্রায় সকল ইউনিয়নে শত শত বিঘা ফসলি জমিতে পুকুর খনন করার আয়োজন চলমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামের গ্রামের চিহ্নিত ভূমিদস্যু আমিরুল, নতিপোতা ইউনিয়নের ভগিরাথপুর গ্রামের ভূমিদস্যু সেন্টু, ইলিয়াস ও শাহিনের নেতৃত্বে মেহেরপুরের সিংহাটি থেকে মাটি খননের দানব যন্ত্র এক্সক্যাভেটর বা ভেকু মেশিন ভাড়া নিয়ে এসে ফসলি জমি বিনাশ করে পুকুর খননের নামে বিক্রি কারা হচ্ছে উর্বর মাটি। চিহ্নিত ভূমিদস্যুদের ভূমিদস্যুতার স্বীকারে হ্রাস পাচ্ছে ফসলি জমির পরিমাণ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়দের আলাপকালে জানা যায়,এ গ্রাম সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানের একের পর এক কৃষি জমি ধ্বংস করা হচ্ছে। আর অধিকাংশ কৃষি জমির মাটি অবৈধ ট্রাক্টর ও চালকদের বেপরোয়া গতির মাধ্যমে স্থানীয় ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করছেন হরহামেশাই।

দেখে মনে হয় কৃষি জমি ধ্বংসে রক্ষার্থে দেখার কেউ নাই। ট্রাকের মাটি আর ধুলার আস্তরণে নষ্ট হচ্ছে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সড়কগুলো। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ভোগে পড়তে হয় ছোট বড় বিভিন্ন যানবাহন সহ পথচারীরা।

নাম না বলে স্থানীয় এক কৃষক এ প্রতিবেদক কে জানান, স্থানীয় ভাবে সার্বিক দিক ম্যানেজ করেই হয়তো এসকল ভূমিদস্যুরা অবৈধভাবে কৃষি জমি বিনাশে মেতেছেন।

তা না হলে উল্লেখিত স্থান সহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে নির্বিঘ্নে কিভাবে কৃষি ধ্বংস করছেন? এখুনি দলকা বিলের পাশ সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে কৃষি জমি ধ্বংস করে মাটি খননের কাজ বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।

তা না হলে যেভাবে মাটি কেটে গর্ত, বাসা বাড়ির আঙ্গিনা সহ ইটের ভাটার পেট ভরানো হচ্ছে তাতে করে অচিরেই উপজেলার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জীবননগরে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে বাদির পক্ষের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ প্রেসক্লাবেএক সংবাদ সম্মেলন করেছেন সাইফুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে মামলার বাদি পক্ষের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে সাইফুল ইসলাম বলেন যে, জীবননগর উপজেলা কর্ন্দপপুর গ্রামের মিজানুর রহমান এবং আমার চাচা মৃত, আঃ খালকের ছেলে বাবু একই পাড়াতে বসবাস করেন।

সেই সুত্রে মিজানুর রহমান আমার চাচাতো ভাই বাবুর বাড়ির উপর দিয়ে যাতায়াত করতেন। সে সময় বাবুর বসবাসের অসুবিধার কারনে মিজানুর কে তার বাড়ির উপর দিয়ে যেতে নিষেধ করাই মিজানুর রহমান এবং তার স্ত্রী ফেরদৌসি খাতুন কু পরামর্শ করে আমার ভাই বাবুর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন ।

যেটি তদন্ত সাপেক্ষে মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় তা বাতিল হয়। সে সময় তার দাবিতে রাজি না হওয়ায় পুনরায় ফেরদৌসি খাতুন তার স্বামী

মিজানুর রহমান, ভাবি নুরজাহান বেগম, এবং একই মহল্লাই বসবাসকৃত মিজানুরের বিয়াই লুৎফর রহমানকে সাক্ষী করে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে একটি মিথ্যা ধর্ষন মামলা রুজু করেন।

মহামান্য আদালত সুষ্ট তদন্তের জন্য সেটিকে জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর বরাবর তদন্তের জন্য প্রেরন করেন। সমাজ সেবা অধিদপ্তর সেটি সুষ্ট তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, বাদি ফেরদৌসি খাতুনের আনিত অভিযোগ সম্পুর্ন রুপে সঠিন নয় , এই মর্মে মহামান্য আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করে।

এর পর গ্রাম্য সালিশের জন্য হাসাদাহ ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য সোহেল রানা শ্যামল তাদের উভয় পক্ষ কে ডেকে মিমাংসার কথা বললে বাদি ফেরদৌসি বিবাদি বাবুর নিকট নগদ তিন লক্ষ টাকা এ রাস্তা বাবদ তিন কাঠা জমির দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিবাদি পক্ষ আরো বলেন যে, ফেরদৌসি খাতুনের প্রস্তাবে বিবাদি পক্ষ রাজি না হওয়ায় ফেরদৌসি খাতুন ঐ তদন্ত প্রতিবেদনের উপর না রাজি পিটশন দাখিল করে চিফ জুডিশিয়াল বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন চান ।

সে সময় বাদি প্রতারক ফেরদৌসি খাতুন সাক্ষী নুরজাহান কে সাক্ষী দেওয়ার কথা বললে নুরজাহান ফেরদৌসির কথাই রাজি না হলে ফেরদৌসি খাতুন প্রতারনা করে নুরজাহানের পরিবর্তে জীবননগন বি.ডি.আর ক্যাম্পের নিকট বসবাসরত আনরুলের স্ত্রী ছামিনা খাতুন কে নুরজাহান সাজিয়ে বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষী দেন।

যার সাক্ষীতে বিজ্ঞ আদালত আমার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরায়ানা জারি করেন। সে সময় বাবু নিজে সেচ্ছায় আদালতের উপর সম্মান দেখিয়ে বিজ্ঞ আদালতে আত্নসর্মপন করেন।

বর্তমানে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে বন্দি আছেন। তারপরও প্রতারক ফেরদৌসি খাতুন থেমে নেই পুনরায় আমাদের নামে বিভিন্ন পত্র / পত্রিকায় তার প্রান নাশের হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছে বলে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেন।

আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যেমে এই মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদের তীব্রনিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি । যা আদেও সত্য না, যেটি সম্পুর্ন মিথ্যা এবং ভিক্তিহীন এবং বানোয়াট ।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঐ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সোহেল রানা শ্যামল,বাবুর চাচাতো ভাই সাইফুল, স্ত্রী আরিফা, কন্যা নাছরিন আক্তার, ভাইয়ের স্ত্রী সাবরিনা খাতুন, ভাই রবিউল ইসলাম, ও অমেদুল ইসলাম।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাতের আধারে উড়ছে জাতীয় পতাকা; অবমাননার শামিল

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভরনে রাতেও উড়ছে জাতীয় পতাকা। যা অবমাননার শামিল।

সরকারি নিয়ম অনুসারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নিয়ম থাকলেও নিয়ম ভঙ্গ করতে দেখা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষকে। রাতে হাসপাতালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় বিরূপ মন্তব্য সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার রাত ১১ টায় সরেজমিনে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে গিয়ে দেখা এমন চিত্র মেলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপজেলার স্থানীয় এক বাসিন্দা হাসপাতালে সেবা নিতে গিয়ে দেখেন এমন চিত্র।

যিনি জাতীয় পতাকার অবমাননা করার চিত্র দেখে মানসিক ভাবে কষ্ট পান। তিনি একজন সচেতন ব্যক্তি, দেশপ্রেমিক। যিনি ঘটনাস্থল থেকে বিষয়টি গণমাধ্যম কর্মীদের কে খবর দিয়ে মহতি কাজটি করেছেন।

তিনি বলেন, ৩০ লক্ষ শহীদ ও ৩ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। এ পতাকার অবমাননা মেনে নেওয়া যায় না। রাতের বেলা জাতীয় পতাকা উড়ছে এটা কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা।

হাসপাতালে রোগীর সাথে সেবা নিতে আসা অপর এক ব্যাক্তি নাম প্রকাশ না করে এ প্রতিবেদকে বলেন,সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সূর্যোদয় থেকে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানোর নিয়ম রয়েছে জানি। রাতে হাসপাতালে জাতীয় পতাক উড়ানো অবমাননার শামিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আইন ভঙ্গ করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। জাতীয় পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আমাদের নৈতিক দ্বায়িত্ব।

এ বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন, রাতের আধারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা অবমাননা ও অবহেলার শামিল। যা কোন ভাবেই কাম্য নাই।

এটি সম্পুর্ন মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বিরোধী। জাতীয় পতাকা অবমাননার করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা। জাতীয় পতাকার সম্মান নষ্ট করা হলে, আমাদের নতুন প্রজন্ম কী শিখবে? বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্টরা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে আশা করছি। সেই সাথে এমন ঘটনা যাতে আর না হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার এর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ,বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন।বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে খতিয়ে দেখা হবে।

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধা তালিকায় উর্ত্তীণ হয়েছে দর্শনার সৌভিক ইসলাম

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধা তালিকায় ১৩তম অবস্থানে উর্ত্তীণ হয়েছে দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মোঃ সৌভিক ইসলাম।

গত মঙ্গলবার দেশের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের শফিকুল ইসলাম মল্লিকের ছেলে সৌভিক ইসলাম ৮৯ পয়েন্ট ২৫ নাম্বার পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

সৌভিক ইসলাম মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ (ঢাকা) থেকে

মাধ্যমিক ও নটরডেম কলেজ (ঢাকা) থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করে।

তার বাবা পেশায় একজন শিক্ষক। মা বিথি খাতুন দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ছেলে সৌভিক ইসলাম ডাক্তারী পড়ার কথা শুনে তার বাব-মা ভীষণ খুশি হয়েছে।

ফল প্রকাশের পর প্রতিক্রীয়ায় সৌভিক বলেন, এমন সাফল্যের জন্য সে সৃষ্টিকতার্র কাছে ও শিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞ। মা-বাবা আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমি অনেক খুশি। সৌভিক আদর্শবান ডাক্তার হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। এছাড়া সে এলাকবাসীর কাছে দোয়া প্রর্থনা করেছে।